9-10-53
এমার প্রোডাকসানের
নিবেদন
রবীন্দ্রনাথের
বউঠাকুরাণীর হাট
পরিচালনা • নরেশ মিত্র

এমার প্রডাকসনের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের

বউঠাকুরাণীর হাট

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা • **নরেশ মিত্র**

প্রযোজনা • নরেশ মিত্র ও গোবিন্দ রায়

সংগঠনে

সঙ্গীত-পরিচালনা ··· দ্বিজেন চৌধুরী
সম্পাদনা ··· ··· রবীন দাস
সাজ-সজ্জা ··· ··· বি, ব্রাদার্স
আলোক সম্পাত ···নরেশ সমাদ্দার
অশ্ব পরিচালনা : ননী গোপাল ঘোষ

আলোক-চিত্র-শিল্পী ··· দেওজীভাই
শিল্প নির্দেশক···সত্যেন রায় চৌধুরী
আবহ সঙ্গীত ··· ন্যাশন্যাল অর্কেষ্ট্রা
ব্যবস্থাপক ··· বলাই বসাক
প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোঃ

শব্দ-যন্ত্রী ··· কে, ডি, ইরাণী
রূপসজ্জা ··· শৈলেন গাঙ্গুলী
স্থির চিত্র···ষ্টিল ফটো সার্ভিস লিঃ
পট-শিল্পী ··· কবি দাস গুপ্ত
নৃত্য পরিচালনা ··· অনাদি প্রসাদ

• সহকারীবৃন্দ •

পরিচালনায় : অশোক সর্বাধিকারী, দিলীপ দে চৌধুরী, সতীন্দ্রচন্দ্র রায় ★ আলোক-চিত্রে : নিমাই রায়, বুলু লাডিয়া ও তরুণ গুপ্ত ★ সঙ্গীতে : অনাদি কুমার ঘোষ ★ শব্দ-যন্ত্রে : সন্তু বোস ★ সম্পাদনায় : অনিল সরকার ★ শিল্প নির্দ্দেশে : গৌর পোদ্দার ★ রূপসজ্জায় : অনন্ত দাস ★ ব্যবস্থাপনায় : অনাদি ব্যানার্জি, জগদীশ মণ্ডল ★ আলোক সম্পাতে : অনিল সরকার

• নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীতে •

লতা মুঙ্গেশকার, হেমন্ত মুখার্জি, উৎপলা সেন ও প্রতিমা ব্যানার্জি

• • অভিনয়ে • •

পাহাড়ী সান্যাল, নীতিশ মুখার্জি, উত্তম কুমার, নরেশ মিত্র, শম্ভু মিত্র, সত্য বন্দ্যোঃ, ভানু বন্দ্যোঃ, রবি রায়, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, বীরেশ্বর সেন, বিভূতি দাস, জীবন গাঙ্গুলী, নির্মল ভট্টাচার্য্য, বাণীবাবু, বেচু সিংহ, প্রীতি মজুমদার, বঙ্কিম ঘত্ত, অনিল রায়, মিলন ঘত্ত, রাধারমন পাল, গুপী দে, সুবল ঘত্ত পদ্মা দেবী, মঞ্জু দে, রমা দেবী, লীলাবতী, আশা দেবী, সন্ধ্যা দেবী, বীণা মুখার্জি, লক্ষ্মী রায়, মঞ্জুশ্রী গাঙ্গুলী, রাজেশ্বরী সিংহ, স্বপ্না রায় কমলা অধিকারী, রত্না গোস্বামী, নমিতা ঘত্ত, স্বপ্না ব্যানার্জি, বেলা ঘত্ত, নীলা দাস, শিবানী বিশ্বাস

• কৃতজ্ঞতা স্বীকার •

কলিকাতা পুলিশ কমিশনার • কমিশনার কলিকাতা কর্পোরেশন • মিড্‌লাণ্ড বোস য়্যাণ্ড কোঃ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে 'রীভ্‌স্' শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ লিঃ-এ পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স লিমিটেড

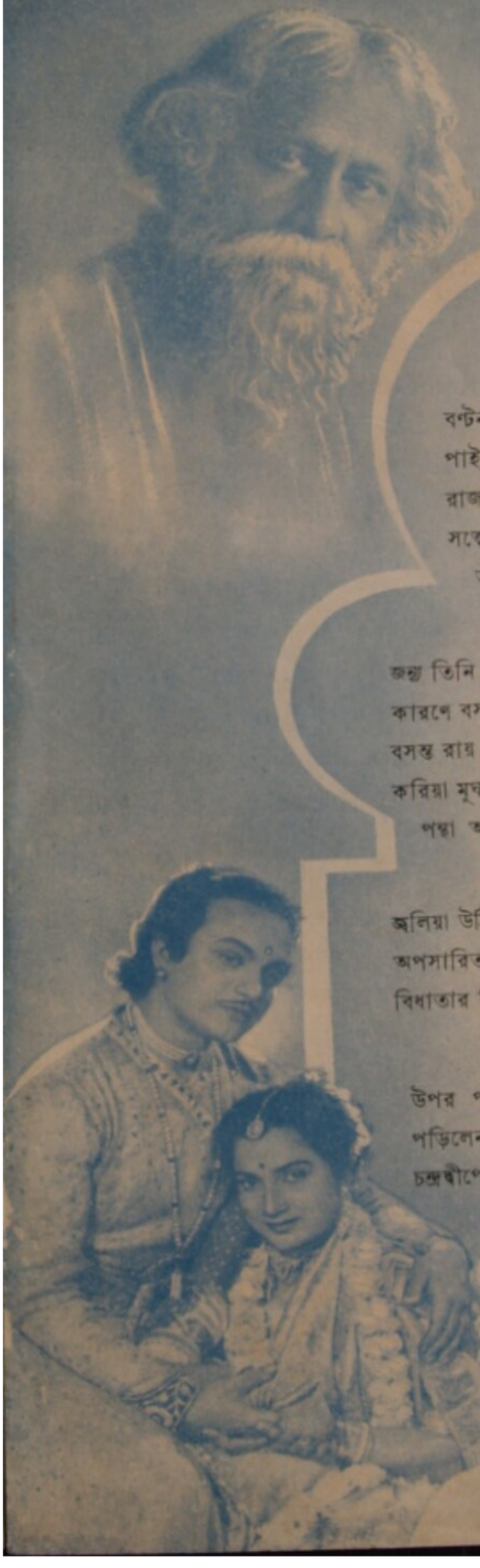

রবীন্দ্রনাথের

বউঠাকুরাণীর হাট

দাউদ খাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারী—বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়—বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের বন-জঙ্গল ও নদ-নদী সমাকীর্ণ প্রদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। ঐ অঞ্চল পরবর্ত্তীকালে যশোহর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

জীবদ্দশাতেই পুত্র প্রতাপাদিত্যের উদ্ধত প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া বিক্রমাদিত্য ভূসম্পত্তি বণ্টন করিয়া দেন। বসন্ত রায়ের সহৃদয়তায় প্রতাপাদিত্য সম্পত্তির দশ আনা অংশ পাইলেন। বসন্ত রায় যশোহর ত্যাগ করিয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী রায়গড়ে তাহার রাজধানী স্থাপন করিয়া সেইখানেই বসবাস করিতে থাকেন। সম্পত্তির বিভাগ হওয়া সত্ত্বেও, প্রতাপাদিত্যের প্রতি বসন্ত রায়ের স্নেহ কোন অংশেই হ্রাস পায় নাই—উত্তরোত্তর তাহা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

প্রতাপাদিত্যের নিকট যশোহর ছিল স্বর্গাদোপি গরিয়সী। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রসারের জন্য তিনি সব কিছুই করিতে পারিতেন, সেখানে স্নেহ-মায়া-মমতার কোনও স্থান ছিল না। ঐ কারণে বসন্ত রায়ের রাজ্য পালন নীতি প্রতাপাদিত্যকে চিন্তিত করিয়া তুলিয়াছিল। শান্তিকামী বসন্ত রায় বুঝিয়াছিলেন, মুঘলের বিরুদ্ধাচরণের ফল দেশের পক্ষে শুভ ও মঙ্গলময় হইবে না। কি করিয়া মুঘলের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া, প্রজা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ অটুট রাখা যায় তাহার পন্থা আবিষ্কারের জন্য তিনি বাঙ্গালার অন্যান্য ভূঁইয়া রাজাদের সহিত পরামর্শ করিতে থাকেন।

রায়গড়ের এই গোপন বৈঠকের সংবাদ পাইয়া প্রতাপাদিত্য আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন এবং মুঘল বাদশাহদের অনুগ্রহপ্রার্থী খুল্লতাত বসন্ত রায়কে ধরাধাম হইতে অপসারিত করিয়া বঙ্গদেশে মুঘলের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় এবং যুবরাজ উদয়াদিত্যের সময়োচিত হস্তক্ষেপে তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল।

প্রতাপাদিত্য যখন একবার ছুরি তোলেন সে ছুরি একজনের উপর পড়িতেই চায়। বৃদ্ধ বসন্ত রায় তাহার লক্ষ্য হইতে সরিয়া পড়িলেন বলিয়া আর একজন তাহার লক্ষ্য হইল। রাজ-জামাতা, চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়, রমাই ভাঁড়কে রমণী বেশে অন্তঃপুরে

লইয়া গেছেন, এবং সেখানে সে
পুর-ললনাদের, এমন কি মহিষীকে পর্য্যন্ত বিদ্রূপ করিয়াছে,
এই সংবাদ পাইয়া প্রতাপাদিত্য ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া আদেশ দিলেন : আজই
রাত্রে রামচন্দ্র রায়ের ছিন্নমুণ্ড দেখিতে চাই।

উদয়াদিত্যের বুদ্ধিবলে এবং যুবরাণী সুরমা এবং বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের সমবেত চেষ্টায় রামচন্দ্র প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

প্রতাপাদিত্যের বদ্ধ ধারণা হইল যুবরাজ উদয়াদিত্যের ব্যক্তিত্ব বলিয়া কোনও কিছু নাই—যুবরাণী সুরমাই তাহাকে চালিত করে—যাহার ফল তাহার রাজ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তিনি পুত্রবধূ সুরমাকে পিত্রালয়ে প্রেরণের আদেশ দিলেন।

পিতার এই আদেশের বিরুদ্ধে উদয়াদিত্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বলিল : সুরমার যদি যশোহর রাজবাটীতে স্থান না থাকে তাহা হইলে সে-ও প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

রাজমহিষী কোনও দিনই পুত্রবধূ সুরমাকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পুত্রের মন যাহাতে স্ত্রীর প্রতি বিরূপ হয়, সেই উদ্দেশ্যে, অন্য উপায় না দেখিয়া রাজ মহিষী "বশীকরণ" বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কোথা দিয়া কি হইল কেহ জানিল না—বুঝিল না। বিভার হাতে উদয়াদিত্যের দেখা-শুনার ভার দিয়া, অতৃপ্ত বাসনা বুকে লইয়া, উদয়াদিত্যের কোলে মাথা রাখিয়া সুরমা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মাধবপুর পরগণার শাসনভার ছিল যুবরাজ উদয়াদিত্যের হস্তে। অজন্মার জন্য প্রজারা তিন বৎসর খাজানা দিতে পারে নাই—যুবরাজ সে খাজনা মকুব করিয়া দেন। প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া যুবরাজকে কার্য্যভার হইতে অপসারিত করেন। এক্ষণে তিনি আদেশজারী করিলেন : তিন দিনের মধ্যে বাকি খাজনার উসুল দিতে হইবে।

প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। স্থির করিল প্রতাপকে সিংহাসনাচ্যুত করিয়া উদয়কে রাজা করিবে এবং বাদ্‌শাহের নিকট গোপনে সেই মত এক প্রার্থনা-পত্র পাঠাইল। কিন্তু পত্রবাহক বিশ্বাসঘাতকতা করিল—প্রতাপাদিত্যের কৃপালাভের আশায় পত্রখানি সে প্রতাপের হস্তে অর্পণ করিল।

উদয়াদিত্যকে প্রজাদের সহিত মিশিতে দিলে রাজ্যের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে বুঝিতে পারিয়া, প্রতাপ প্রাসাদ সংলগ্ন নজরবন্দী-শালায় উদয়াদিত্যকে আটক করিয়া রাখিলেন।

রাজা রামচন্দ্র রায় তাহার স্ত্রী, যশোহর রাজকুমারী বিভাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি গোপনে তাহার বিশ্বস্ত ভৃত্য রামমোহনকে, বিভাকে আনিতে পাঠাইলেন।

দাদার নিঃসঙ্গ ও দুঃখময় জীবনের
কথা চিন্তা করিয়া, উদয়াদিত্যের শত অনুরোধ সত্ত্বেও বিভা
স্বামীগৃহে যাইতে অস্বীকৃত হইল।

বিভা না আসায় রামচন্দ্র রায় নিজেকে বড় বেশী অপমানিত বোধ করিলেন। প্রতিশোধ লইবার জন্য পুনরায় বিবাহ করিবেন মনস্থ করিলেন। যশোহর রাজ-মহিষী এই নিদারুণ সংবাদ শুনিলেন। অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি গোপনে পত্র মারফৎ রায়গড়ে বসন্ত রায়ের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। বসন্ত রায় কৌশলে উদয়কে কারামুক্ত করিয়া রায়গড়ে লইয়া গেলেন। এইভাবে পলায়ন করিতে উদয় আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে, তাহার জন্য, তাহার বড় সাধের বিভার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই রায়গড়ে থাকিতে রাজী হইলেন।

প্রতাপাদিত্য, বিদ্রোহী পুত্র উদয়াদিত্য এবং তাহার আশ্রয়দাতা খুল্লতাত বসন্ত রায়ের দণ্ডাজ্ঞা মুক্তিয়ার খাঁ মারফৎ প্রেরণ করিলেন।...স্নেহ পরায়ণ বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের জীবনের অবসান হইল।

বন্দী অবস্থায় উদয়াদিত্য প্রতাপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিজেই নিজের শাস্তি গ্রহণ করিলেন। মন্দিরে গিয়া প্রতাপাদিত্যের উপস্থিতিতে দেবীর সম্মুখে শপথ গ্রহণ করিলেন : "মা কালি! তুমি সাক্ষী থাকো, তোমার পা ছুঁইয়া আমি শপথ করিতেছি, যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব যশোহরের এক তিল জমিও আমি আমার বলিয়া দাবী করিব না, যশোহরের সিংহাসনে আমি বসিব না, যশোহরের রাজদণ্ড আমি স্পর্শও করিব না। যদি কখনও করি, তবে দাদামহাশয়ের....."

প্রতাপ শিহরিয়া উঠিলেন।

উদয়াদিত্যের কাশী যাওয়ার সব ব্যবস্থা পাকা হইয়া গেল।...পিতামাতার অনুমতি লইয়া উদয় যাইবার পথে বিভাকে তাহার স্বামীগৃহে রাখিয়া যাইবেন স্থির হইল।

বাল্য ও কৈশোরের রঙ্গভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। বিভার হৃদয় আশা ও উদ্বেগে আলোড়িত হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে পিতার বিদায়-বেলার কথা কানে বাজিতেছে : "যাচ্ছ? যাও! জানি না তোমার অদৃষ্টে কি আছে।—যদি তারা অবহেলা করে, ফিরে এস।"

উদয়াদিত্য চন্দ্রদ্বীপের রাজধানীর ঘাটে নৌকা লাগাইলেন।

চারিদিকে আনন্দ উৎসব কেন?...তবে কি.....?

সঙ্গীতাংশ

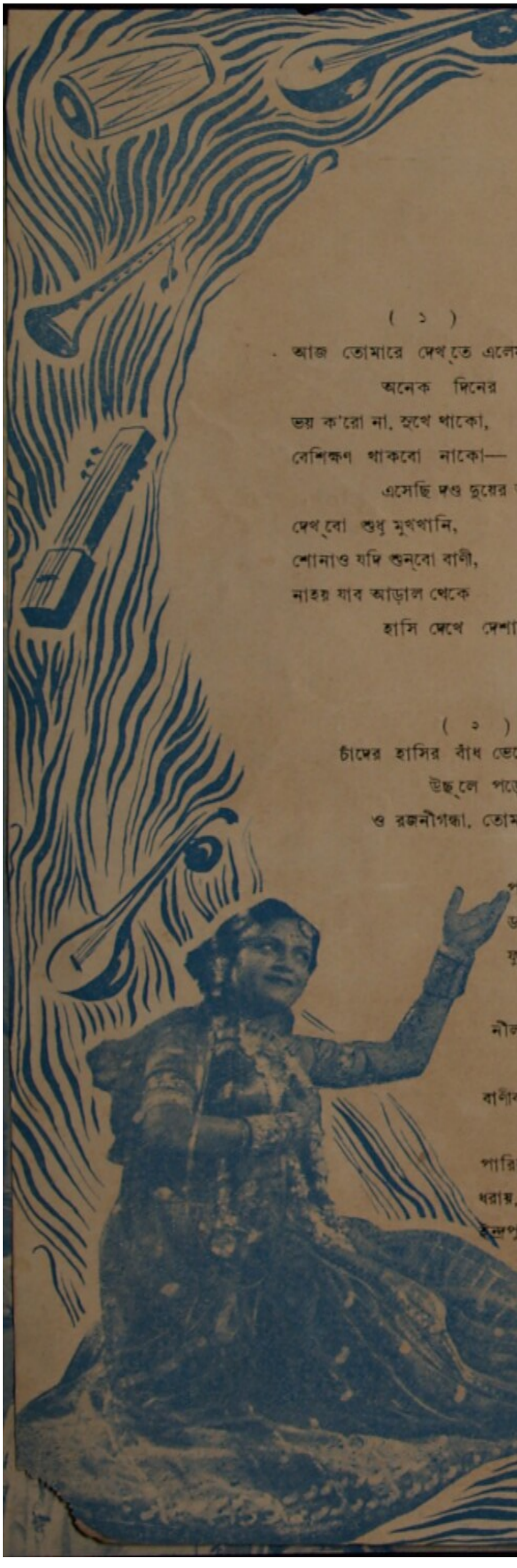

(১)

আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম
অনেক দিনের পরে।
ভয় ক'রো না, সুখে থাকো,
বেশিক্ষণ থাকবো নাকো—
এসেছি দণ্ড দুয়ের তরে॥
দেখ্‌বো শুধু মুখখানি,
শোনাও যদি শুন্‌বো বাণী,
নাহয় যাব আড়াল থেকে
হাসি দেখে দেশান্তরে।

(২)

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেচে
উছ্‌লে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার
গন্ধসুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝ্‌তে নারে,
ডাক প'ড়েচে কোথায় তারে,
ফুলের বনে যার পাশে যায়
তারেই লাগে ভালো।
নীল গগনের ললাটখানি
চন্দনে আজ মাখা,
বাণীবনের হংসমিথুন
মেলেচে আজ পাখা,
পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায়, শশি, ছড়াও কী এ?
ইন্দ্রপুরীর কোন্ রমণী
বাসর প্রদীপ জ্বালো?

(৩)

শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথ যামিনী রে,
কুঞ্জপথে সখি, কৈ সে যাওব অবলা কামিনী রে॥
উন্মাদ পবনে যমুনা তর্জ্জিত, ঘন ঘন গর্জিত মেহ।
চমকত বিদ্যুৎ, পথ তরু লুণ্ঠিত থরহর কম্পিত দেহ
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্, রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্, বরখত নীরদ পুঞ্জ।
শাল-পিয়ালে তাল তমালে নিবিড়তিমিরময় কুঞ্জ।
কহরে সজনী, এ দুরুযোগে কুঞ্জে নিরদয় কান
দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত সকরুণ রাধা নাম।
মোতিম হারে বেশ বনা দে, সিঁথিলগা দে ভালে।
উরহি বিলুণ্ঠিত লোল চিকুর মম বাঁধহ চম্পক মালে।
'গহন রয়ন মে ন যাও বালা, নওল-কিশোরক পাশ।
গরজে ঘন ঘন বহু ডর পাওব' কহে ভানু তব দাস॥

(৪)

আমারে পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেপিয়ে বেড়ায়
কোন ক্ষেপা সে!
ওরে, আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী-যে বাজে কোন্ বাতাসে!
গেলো রে গেলো বেলা, পাগলের কেমন খেলা,
ডেকে সে আকুল করে দেয় না ধরা!
তারে, কানন গিরি খুঁজে ফিরি
বেঁদে মরি কোন্ হুতাশে!

DIPAK DEY
107/2, RAJA RAMMOHAN SARANI
KOLKATA-700 009
Phone : 2350-0030
E-mail : ruana@vsnl.net

(৫)

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারি ঘায়ে
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।
তোমার অভিসারে
যাবো অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে॥
পরাণে বাজে বাঁশী নয়নে বহে ধারা
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলি নিবে কেড়ে
দিবে না তবু ছেড়ে,
মন সরে না যেতে ফেলিলে এ কী দায়ে॥

(৬)

ওকে ধরিলে তো ধরা দেবে না,
ওকে দাও ছেড়ে, দাও ছেড়ে।
মন নাই যদি দিল, নাই দিল,
মন নেয় যদি নিক্ কেড়ে॥

একি খেলা মোরা খেলেছি,
শুধু নয়নের জল ফেলেছি,
ওরই জয় যদি হয় জয় হোক,
মোরা হারি যদি যাই হেরে॥
একদিন মিছে আদরে,
মনে গরব সোহাগ ধরে,
শেষে দিন না ফুরাতে ফুরাতে
সব গরব দিয়েছে সেরে॥

ভেবেছিনু ওকে চিনেছি,
বুঝি বিনাপণে ওকে কিনেছি,
ও যে আমাদেরি কিনে নিয়েছে
ও যে তাই আসে, তাই ফেরে॥

(৮)

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে,
ময়ূরের মতো নাচে রে।
শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস,
কলাপের মত করেছে বিকাশ,
আকুল পরান আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।

ওগো নির্জনে বকুল শাখায়
দোলায় কে আজি দুলিছে,
দোদুল দুলিছে, দোদুল দুলিছে, দোদুল দুলিছে।
ঝরকে ঝরকে ঝরিছে বকুল,
আঁচল আকাশে হ'তেছে আকুল,
উড়িয়া অলক ঢাকিছে পলক,
কবরী খসিয়া খুলিছে।

ঝরে ঘন ধারা নবপল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লির রবে,
তীর ছাপি নদী কল কল্লোলে,
এলো পল্লীর কাছে রে।

(৭)

গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে!
(ওরে), কার পানে মন হাত বাড়িয়ে
লুটিয়ে যায় ধুলায় রে॥
(ও-যে), আমায় ঘরের বাহির করে,
পায়ে পায়ে পায়ে ধরে
মরি হায় হায় রে—।
(ও-যে), কেড়ে আমায় নিয়ে যায় রে
যায় রে কোন্ চুলায় রে।
ও, কোন্ বাঁকে কী ধন দেখাবে,
কোন্ খানে কী দায় ঠেকাবে,
কোথায় গিয়ে শেষ মেলে-যে
ভেবেই না কূলায় রে।

(৯)

ফিরবো নারে রে, ফিরবো না আর ফিরবো না রে
আমি ফিরবো না রে, ফিরবো না আর ফিরবো না রে
এমন হাওয়ার মুখে ভাসলো তরী
কূলে ভিড়বো না আর, ভিড়বো না রে।
ছড়িয়ে গেছে সুতো ছিঁড়ে,
তাই খুঁটে আজ মরবো কি রে!
এখন ভাঙ্গা ঘরের কুড়িয়ে খুঁটি
বেড়া, ঘিরবো না আর, ঘিরবো না রে।
ঘাটের রশি গেছে কেটে,
কাঁদবো কি তাই বক্ষ ফেটে?
এখন, পালের রশি ধরবো কষি
এ রশি, ছিঁড়ব না আর ছিঁড়ব না রে॥

মুক্তি প্রতীক্ষায়

এমার প্রডাক্সনের

কাহিনী • চিত্রনাট্য ও পরিচালনা **নরেশ মিত্র**

এস·বি·পিকচার্সের নিবেদন

মহাকবি কালিদাসের

বিক্রম উর্ব্বশী

পরিচালনা

মধু বসু

এস·বি· প্রডাকসন্সের

পরিবেশ

কাহিনী

শ্রীনিশিকান্ত বসু

একমাত্র

পরিবেশক

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট.

পরিবেশক শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স লিমিটেডের পক্ষ হইতে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইউনাইটেড পাবলিসিটি সার্ভিস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।